জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ - বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী - চর্চা

গ্রাম্যতাই বিশ্ব বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা

মাধব গ্যাডগিল

বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্রশিল্পী সঙ্ঘ

গ্রাম্যতাই বিশ্ব বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা
Gramyotai Biswo Banchanor Ekmatro Rasta

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে গ্রাম্যতাই বিশ্ব বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৭০ টাকা
কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

মাধব গাডগিল: জীবন ও প্রকৃতির সুরক্ষাকারী

মাধব গাডগিল কেবল বিজ্ঞানী ছিলেন না; তিনি ছিলেন সমাজচেতন গবেষক, জীববৈচিত্র্যের বন্ধু, এবং সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রে ছিল এ দেশের বহুত্বপূর্ণ জীবনরূপের সঙ্গে স্থানীয় জনসমাজের নিবিড় যোগসূত্র।

সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও ধনসম্বলের অধিকার

তাঁর চিন্তাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি রক্ষার কাজে স্থানীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও পরিচালন পদ্ধতিকে মূল জায়গা দিতে হবে। তাঁর মতে, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নীতি টেকসই নয়। বরং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা সহযোগিতামূলক রক্ষণব্যবস্থাই প্রকৃত সংরক্ষণ আনে। তিনি 'জনতার বিজ্ঞান'-এর ওপর গুরুত্ব দিতেন, যেখানে বন, নদী, জমির দেখভালের সিদ্ধান্ত স্থানীয় মানুষের হাতে থাকবে।

তিনি অন্ধ উন্নয়নের নামে চলা ধ্বংসলীলার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাঁর লেখা ও বক্তব্যে উঠে এসেছে বড় প্রকল্প, অপরিকল্পিত শহরায়ণ ও একচেটিয়া চাষাবাদ কীভাবে জীববৈচিত্র্য ও সাধারণ মানুষের জীবিকা নষ্ট করছে। তিনি কেবল সমালোচনাই নয়, বিকল্পের পথও দেখিয়েছেন। তাঁর

প্রস্তাব ছিল 'প্রকৃতি-সম্মত উন্নয়ন'-এর, যে উন্নয়ন পরিবেশের সীমাকে মেনে নিয়ে স্থানীয় সম্পদ ও প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। পশ্চিমঘাট সম্পর্কিত তাঁর কমিটির সুপারিশ ছিল এই চিন্তারই প্রতিফলন, যেখানে সংবেদনশীল অঞ্চল চিহ্নিত করে তার যথাযথ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল।

তিনি আমাদের প্রকৃতি রক্ষার সরকারি কাঠামো ও নীতির দুর্বলতা সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলেছেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও পরস্পরবিরোধী কাজ প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের ক্ষতি করে—এটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোনো বিশেষ জীব বা গাছ রক্ষার নামে স্থানীয় মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রবণতার তিনি বিরোধিতা করতেন। তাঁর দৃঢ় মত ছিল, প্রকৃতির রক্ষক হতে হবে তার সঙ্গে যুক্ত মানুষকেই। মাধব গাডগিলের প্রস্থান একটি শূন্যতা তৈরি করেছে। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও আদর্শ সেই শূন্যস্থান পূরণের পাথেয় হয়ে থাকবে। তিনি বুঝিয়ে গিয়েছেন যে জীববৈচিত্র্য কেবল তালিকাভুক্ত করার বিষয় নয়; এটি মানুষের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ভবিষ্যতের ভিত। আজও, যখন জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস আমাদের জন্য বড় সংকট, তখন তাঁর চিন্তাধারা আগের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন একজন যুগস্রষ্টা চিন্তাবিদ, যার রেখে যাওয়া শিক্ষা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগাবে।

অত্রি ভট্টাচার্য,
১৩.১.২০২৬

বাস্তবতা শুধু আমাদের ধারণার চেয়ে অদ্ভুত তাই নয়, আমরা যা কল্পনা করতে পারি তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত! - জে বি এস হলডেন

[২০১৩ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী কস্তুরিরঙ্গনকে পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিল, ভারত সরকারের পরিকল্পনায় পশ্চিমঘাট ধ্বংস উদ্যোগের প্রতিবাদে চিঠি লিখেছিলেন। তখন বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষে বিশ্বেন্দু নন্দ তার বাংলা অনুবাদ করেছিল। এই চিঠিই মাধব গ্যাডগিলের পরিচয়। মাধব গ্যাডগিলের প্রয়াণকালে তাঁর প্রতি জ্ঞানগঞ্জের প্রণাম।]

ড. কস্তুরিরঙ্গনকে মাধব গ্যাডগিলের খোলা চিঠি

প্রিয় ড. কস্তুরিরঙ্গন,

উনবিংশ শতকের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও মানবতাবাদী জে.বি.এস. হলডেন, যিনি ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী সুয়েজ দখলের প্রতিবাদে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, বলেছেন: বাস্তবতা শুধু আমাদের ধারণার চেয়ে অদ্ভুত তাই নয়, আমরা যা কল্পনা করতে পারি তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত! আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে আপনি পশ্চিমঘাট সম্পর্কিত উচ্চ-স্তরের কার্যকরী দলের রিপোর্টের মতো একটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হবেন, কিন্তু তারপরেও, বাস্তবতা সত্যই আমরা যা ভাবতে পারি তার চেয়েও অদ্ভুত!

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের প্রতিবেদনে, আমাদের ব্যাপক আলোচনা ও ক্ষেত্র পরিদর্শনের ভিত্তিতে, আমরা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল পশ্চিমঘাট রক্ষার জন্য তৃণমূল পর্যায়ের ইনপুটের একটি প্রধান ভূমিকা সহ একটি ক্রমিক পদ্ধতির পক্ষে কথা বলেছিলাম। আপনি এই কাঠামোটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার স্থানে, আপনি প্রাকৃতিক ভূমি হিসাবে যা বলেছেন তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে বন্দুক ও প্রহরী মোতায়েন করে সুরক্ষিত রাখা। এবং আপনি তথাকথিত সাংস্কৃতিক ভূমির দুই-

তৃতীয়াংশকে উন্নয়নের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। ঠিক যেমন গোয়ায় ৩৫,০০০ কোটি টাকার অবৈখনি কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছিল। এটির অর্থ বাস্তুতান্ত্রিক বিধ্বংসী মরুভূমির মধ্যে বৈচিত্র্যের মরূদ্যান বজায় রাখার চেষ্টা। বাস্তুবিদ্যা আমাদের শেখায় যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা শেষ পর্যন্ত মরুভূমি মরূদ্যানকে গ্রাস করবে। বাসস্থানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, এবং বাস্তুতান্ত্রিক ও সামাজিকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা এই প্রস্তাবটি করেছিলাম।

তাছাড়া, বনভূমির জীববৈচিত্র্যের তুলনায় স্বাদু জলের জীববৈচিত্র্য অনেক বেশি হুমকির মুখে এবং এটি মূলত আপনার কথিত সাংস্কৃতিক ভূমিতে অবস্থিত। স্বাদু জলের জীববৈচিত্র্যও আমাদের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকা ও পুষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই আমরা মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলার লোটে কেমিক্যাল শিল্প কমপ্লেক্সের একটি বিস্তারিত কেস স্টাডি আপনাকে দিয়েছিলাম, যেখানে সমস্ত আইনি সীমা ছাড়িয়ে বিপুল দূষণ স্থানীয় মৎস্যজীবন ধ্বংস করেছে যার ফলে ২০,০০০ মানুষ কাজ হারিয়েছে, অন্যদিকে মাত্র ১১,০০০ লোক শিল্প কর্মসংস্থান হয়েছে। তবুও সরকার একই এলাকায় আরও দূষণ তৈরি করা শিল্প স্থাপন করতে চায়, এবং তাই শিল্প স্থাপনের জন্য নিজস্ব জোনাল অ্যাটলাস ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে গেছে।

আপনার প্রতিবেদন আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের সংবিধানগতভাবে নিশ্চিত গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করেছে। আপনারা মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সম্প্রদায়ের সরকারি উদ্যমে নেওয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় নয়, আপনার প্রতিবেদন সম্পূর্ণরূপে আমাদের রিপোর্ট করা এই সত্য উপেক্ষা করেছে যে কেন্দ্রিয় সরকার লোটে কোম্পানির অবৈধ দূষণের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিলেও, দূষণের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমন করতে ২০০৭-০৯ সালে ৬০০ দিনের মধ্যে ১৮০ দিন পুলিশি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল।

ভারতের সাংস্কৃতিক ভূমি জীববৈচিত্র্যের অনেক মূল্যবান উপাদান ধারণ করে। পশ্চিমঘাটে সীমাবদ্ধ বানর প্রজাতি লায়ন-টেইলড ম্যাকাকের পুরোপুরি ৭৫% জনসংখ্যা চা বাগানের সাংস্কৃতিক ভূমিতে সমৃদ্ধ। আমি পুনে শহরে থাকি এবং আমার এলাকায় ছড়িয়ে আছে প্রচুর সংখ্যক বট, পিপুল ও

গুলার গাছ; *ফাইকাস* গণভুক্ত এই গাছগুলি আধুনিক বাস্তুবিদ্যায় একটি মূল ভিত্তি সম্পদ হিসাবে প্রশংসিত যা বিভিন্ন প্রজাতিকে ধরে রাখে। সারারাত আমি ময়ূরের ডাক শুনি, এবং যখন আমি উঠে টেরেসে যাই তখন তাদের নাচতে দেখি। ভারতের প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রোথিত আমাদের মানুষেরাই পবিত্র উদ্যান, *ফাইকাস* গাছ, বানর এবং ময়ূরকে শ্রদ্ধা ও সুরক্ষা দিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত কিছু নিভিয়ে দেওয়া হবে। এটি আমাকে ফ্রান্সিস বুকাননের কথা মনে করিয়ে দেয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন স্বঘোষিত এজেন্ট, যিনি ১৮০১ সালে লিখেছিলেন যে ভারতের পবিত্র বনগুলি ছিল শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তার ন্যায্য সম্পত্তি দাবি করা থেকে বিরত রাখার একটি কৌশল।

মনে হচ্ছে আমরা এখন ব্রিটিশদের চেয়েও বেশি ব্রিটিশ হয়ে উঠেছি এবং দাবি করছি যে সাংস্কৃতিক ভূমিতে প্রকৃতিবান্ধব পদ্ধতি হল দেশের এবং বিশ্বায়িত বিশ্বের ধনী ও শক্তিশালীদের সমস্ত জমি ও জল দখল করে তাদের ইচ্ছামতো শোষণ ও দূষণ করতে বাধা দেওয়ার একটি কৌশল মাত্র, আইনবিহীন, কর্মসংস্থানহীন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্জনের সময়। আশ্চর্যজনক যে আপনার প্রতিবেদন এই ধরনের একটি পদ্ধতির দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বাস্তবতা সত্যই আমরা যা ভাবতে পারি তার চেয়েও অদ্ভুত!

আপনার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ,

আপনার একনিষ্ঠ,

মাধব

ঠিকানা: এ-১৮, স্প্রিংফ্লাওয়ার্স, পঞ্চবটী, পাশান, পুনে ৪১১০০৮, টেলিফোন ০২০-২৫৮৯৩৪২৪ । অফিস: জীববৈচিত্র্য বিভাগ, গারওয়ার কলেজ, কার্ভ রোড, পুনে ৪১১০০৪, টেলিফোন ০২০-৪১০৩৮২৩৬, ফ্যাক্স ০২০-৪১০৩৮২৩৩, মোবাইল: ৯৮৮১১৫৩৪১

গ্রাম্যতাই বিশ্ব বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা

চাষী-হকার-কারিগরদের পক্ষে ১৭ দফা

ভিত্তি – মাধব গ্যাডগিল দলের প্রস্তাবনা

২০১৩, ১৪২০-তে নয়া দিল্লিতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের [এডিবি বাইনিয়াল] প্রতিবাদে আমরা একজোট হয়েছিলাম এশিয়ার ২০টি দেশের প্রতিনিধিরা। সেই প্রতিবাদী সম্মেলনে মাধব গ্যাডগিলের দলের সঙ্গে বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের ২০ জন্যের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনাক্রমে এই প্রস্তাবনার কথা ভাবা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, ঠিক দিল্লিতে এডিবির বাইনিয়ালের পরে পরেই মেল মার্ফত আলাপ সূত্রে। এটি চাষী-হকার-কারিগরদের পক্ষে আমরা নতুন করে সাজিয়ে লিখি। প্রতি বছর একটার পর একটা ম্যান মেড ডিজাস্টার নেমে আসার মুহূর্তগুলোয় নতুন করে এই প্রস্তাবনা পড়ুন। এই প্রবন্ধে ওয়াটাগ আর বঙ্গীয় পারম্পরিক

কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের সদস্যদের নয়া দিল্লির সম্মেলনে যোগ দেওয়ার বেশ কিছু ছবি ব্যবহার করা গেল।

গ্রাম্যতাই বিশ্বকে বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা

গত ৮ দশকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে থাকা প্রায় ২৫ কোটি মানুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে শহরে অভিবাসিত হয়ে আসার প্রক্রিয়া দেখতেই চায় নি রাষ্ট্র, কর্পোরেট আর জাতিরাষ্ট্র পরিচালক ভদ্রবিত্ত। গ্রাম ভিত্তিক পরম্পরার কারিগর হকার পেশাদারদের গ্রামের বাজার, ধনসম্বল, জমি রাষ্ট্র-কর্পোরেটের যুগলবন্দীতে ১৯৬০-এর সবুজ বিপ্লবের সময় থেকেই উপনিবেশিক পুঁজির উদরে বিলীন হয়েছে। এই সবল দৃশ্যমান দখল প্রক্রিয়া শহুরে মানুষের চোখের বাইরে রাখা হয়েছে বলেই, এর কোনও নথিকরণ উদ্যম নেওয়া হয়নি উপনিবেশের দয়ায় প্রতিপালিত ভদ্রবিত্তের চাকরি-দালালি, কর্পোরেটের মুনাফা আর রাষ্ট্রের শাসন কাঠামো বজায় রাখতে। গ্রামের দক্ষ, জ্ঞানীরা বাপ দাদা মা মাসির জীবন-জীবিকা থেকে নিরবে উচ্ছেদ হয়ে কেউ তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন রাষ্ট্রের বাঁ হাতে ছুঁড়ে দেওয়া নরেগা প্রকল্পে দৈনিক কয়েকশ টাকার জন্য, কেউ শহরে কর্পোরেটের খাঁই আর ভদ্রবিত্তের ইওরোপমন্য যাপন রক্ষায় নিজেদের অর্জিত জ্ঞান দক্ষতার অহঙ্কার হারিয়ে দিনমজুর, শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন আত্মসম্মান বিকিয়ে।

সাম্প্রতিক ভারতের, রাজনীতিক, সংবাদমাধ্যম এবং প্রশাসক নির্দ্বিধায় বড় পুঁজি নির্ভর শিল্প, প্রথাগত কৃষির বিকল্প হিসেবে কৃষির কর্পোরেটিকরণ, কৃষি জমি দখল করে ব্যাপক হারে শিল্পায়ন এবং শহরিকরণের প্রতি নিজেদের অকুণ্ঠ সমর্থন দান করছেন। আমরা, বাংলার পারম্পরিক বস্ত্র, কারু ও অভিকর শিল্পীরা, যারা গ্রামে থাকি, যারা ভারতের কয়েক হাজার বছরের বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন কাঠামোর ঐতিহ্য, পরম্পরা, জ্ঞান, প্রযুক্তি, ধনসম্বল বয়ে নিয়ে চলি আজও নিজেদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রজ্ঞানে, তারা মনে করছি যে, এই প্রবণতা ভারতজুড়ে ধংস ডেকে আনবে। নির্বিচারে কৃষি জমি দখল করে শিল্পায়নের দামামা বাজানোর প্রক্রিয়ায় ভারতের অগনিত গ্রামীণদের উচ্ছেদ হবে, জলবায়ুর বিপর্যয়ের ধাক্কা সইতে হবে আমাদেরই। স্বাধীনতার পর ৮০ বছর ধরে ২৫ কোটি গ্রামীণ পরিবার উচ্ছেদ হয়েছেন। এই লুঠেরা উন্নয়ন আর পরিবেশের রুদ্ররোষের ধাক্কায় উদ্বাস্তুদের জীবনে কি ঘটেছে আমরা ভদ্রবিত্তরা, রাজনীতিকেরা, রাষ্ট্র পরিচালকেরা জানিনা, জানতে চাই না।

২০১৩য় নয়া দিল্লিতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সম্মেলনের (বাইনিয়াল) প্রতিবাদে আমরা এশিয়াজোড়া ব্যক্তি, সংগঠন একজোট হয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরে। উদ্দেশ্য ছিল গত ৭০ বছরে ভারত এবং এশিয়াজোড়া রাষ্ট্র, কর্পোরেট যাত্রা ধাক্কায় আমরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষেরা কোন অবস্থায় আজ দাঁড়িয়ে আছি।

আজ থেকে ১৩ বছর আগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বিপুল বিশাল বিনিয়োগে, দেশের ১৪ শতাংশ কৃষি জমি দখল করে নির্মিয়মান দিল্লি মুম্বাই করিডোরে বিশাল বিশাল শহর, কারখানা ক্ষেত্রের ধাক্কা। এই দৈত্যসম পরিকল্পনা ছাড়াও ভারতজুড়ে বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নির্মাণে দেশের মধ্যে

আরও একটি আইন বহির্ভূত ইন্ডিয়া নির্মাণ করছে ভারত সরকার। তাকে মদত দিচ্ছে বিশ্ব পুঁজি, কর্পোরেটের কখনই পূর্তি না হওয়া সর্বগ্রাসী উদর। কৃষি জমি কেড়ে, লাখো কৃষি শ্রমিকের জীবিকা, গ্রামের কারিগরদের কারখানা উচ্ছেদ করে যে কেন্দ্রিভূত কারখানা অঞ্চল তৈরি হচ্ছে, সে অঞ্চলে ভারতের কোনও শ্রম আইন, নানান সাধারণ আইন বলবত হচ্ছে না। এমত উন্নয়নের বন্যায় আগামী দিনের ভারতের রাষ্ট্র বহির্ভূত মানুষের জীবন জীবিকার অবস্থা কি দাঁড়াবে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ধাক্কা কি হতে যাচ্ছে - সেই সব ইস্যু নিয়ে আমরা গ্রামের কারিগরেরা চিন্তিত বলেই বড় দল নিয়ে যোগ দিয়েছিলাম সেই প্রতিবাদী আন্দোলন ক্ষেত্রে। ভারতের পারম্পরিক কারু, বস্ত্র কারিগর অন্য গ্রামবাসীর সঙ্গে স্বাধীনতার পরে নাগরিকায়নের, শিল্পায়নের শিকার হয়েছেন। আগামী দিনে আরও বেশি করে হবেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সেই সময়ে আলোচিত কয়েকটি ভাবনা আপনাদের সামনে ছোট আকারে তুলে ধরতে চাই। এই আলোচনাটা তৈরি হয়েছিল এডবি বাইনিয়াল কালে সদ্যপ্রয়াত সমাজ নির্ভর পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিলের দলের সঙ্গে আলোচনা সূত্রে। বলা ভাল সেই জমায়েতে আমরাই ছিলাম একমাত্র কারিগর প্রতিনিধি।

১। শোনা যাচ্ছে আগামী ২০৩০এ ভারতের ৫০ শতাংশ মানুষ রুটিরুজির জন্য শহরে আসতে বাধ্য হবেন।

২। দিল্লি - মুম্বাই করিডোরেরমত প্রকল্প যত বেশি রূপায়িত হবে, তত

গ্রামীন মানুষ শহরে আসতে বাধ্য হবে। সরকার এবং বড় পুঁজি আইন করে গ্রামীণদের জীবন জীবিকা কেড়ে নিতে চাইছে। আমরা আশঙ্কিত ভারতের উন্নয়ন ইউরো-আমেরিকার উন্নয়নের দিকে যাবে, গ্রামের বুনিয়াদ ধংস হবে, ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, ইন্ডিয়ার বাড়বাড়ন্ত হবে।

৩। গ্রামের জমি নির্বিচারে দখল হয়ে শিল্প হচ্ছে। মানুষ শিল্পদ্রব্য খেয়ে বাঁচেন না। চাষের জমি দখল করে শিল্প হলে খাদ্যসশ্যের দাম আকাশ ছোঁবে। কৃষি শ্রমিক, কৃষকেরা শহরে এসে, উৎপাদক থেকে মজুরে পরিনত হবেন। ভারতের প্রাণ, গ্রাম ধ্বংস হবে। ভারতের মধ্যবিত্ত ইউরো-আমেরিকার মত শহরে বাস করার আনন্দ পাবেন ঠিকই, কিন্তু ভারত ধ্বংসের দিকে যাবে, কেননা গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হতে শুরু করবে।

৪। শহর মানেই উন্নত জীবনযাত্রা এ তথ্যের প্রচার বড্ড বিপজনক। নির্বিচার শহুরিকরণ আসলে বিশ্বকে আরও বেশি উষ্ণায়নের পথে ঠেলে দিচ্ছে কিনা, এ তত্ব নতুন করে ভাবতে হবে। উন্নত জীবনযাত্রা মানেই তথাকথিত উন্নত গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি, ততবেশি কার্বন পদচিহ্ন। তত বড় কারখানা। তত বেশি প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় আর লুঠ। তত বেশি বিশ্ব ধ্বংসের আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই জলবায়ূ পরিবর্তনের ধাক্কা হকার কারিগর চাষীদের জীবন জীবিকায় লাগতে শুরু করেছে।

৫। আমরা, ভারতের পারম্পরিক কারিগরেরা অন্ততঃ ৮ হাজার বছর ধরে বিশ্বের জন্য নানান শিল্প দ্রব্য বানিয়ে চলেছি। তখনও আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করিনি, আজও প্রায় করিনা বললেই চলে। ফলে তেতে ওঠা থেকে আমরা বিশ্বকে রক্ষা করে চলেছি কয়েক সহস্র বছর ধরে। অথচ এই প্রায় তিন শতাব্দীর বড় শিল্পের ইতিহাস বিশ্বকে ধ্বংসের

মুখে ঠেলে দিয়েছে। বড় শিল্প মানেই কোটি কোটি একক বিদ্যুৎ, কোটি কোটি প্রাকৃতিক ধনসম্বলের অপচয়। এই সম্বল সংগ্রহ হয় সারা বিশ্ব থেকে, স্থানীয় মানুষকে উচ্ছেদ করে, প্রায় বিনা বিনিয়গে, লুঠ করেই (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুঠ থেকে সম্প্রতির কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম সম্পদ লুঠ এর প্রমান) এ কথা আজ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। অথচ উপনিবেশপূর্ব আমরা বিশ্ববাজারে কয়েকটা পণ্যের সরবরাহকারী হয়েছিলাম প্রাকৃতিক ধনসম্বলের ভাণ্ডার বজায় রেখেও। এ স্বীকৃতি আজও আমরা পাই না।

৬। এখনও নব্যউপনিবেশবাদ ভারতে রাজনিতিবিদ, পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থাকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। নতুন যোগ হয়েছে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা কর্পোরেটতন্ত্র।

৭। এরা বিদেশিদের মত গ্রামীন ভারতীয়দের উন্নয়নের শত্রু হিসেবে বর্ণনা করে। দেশের অগনন মানুষকে অজ্ঞ, সামন্ততন্ত্রে ডুবে থাকা, অশিক্ষিত, অদক্ষ, দলিত, আদিবাসী ইত্যাদি অভিধায় দেগে দেয়। এরাই গ্রামীণদের জন্য পরিকল্পনা করে, তাদের ভাগ্য বিচার করে, ভাগ্য নির্ণয় করে। কত মানবিকভাবে এদের উচ্ছেদ করা যায়, কত আইনি ভাবে এদের লুঠ করা যায়, তা নিয়ে ক্ষমতাকেন্দ্রে থাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, অধ্যাপকদের পরিকল্পনার অন্ত নেই।

৮। অথচ দেশ (রাষ্ট্রও নয়, নেশনও নয়) গড়নে সার্বিকভাবে গ্রামীণ, চাষী,

হকার, কারিগরদের ভূমিকা সব থেকে বেশি। সংখ্যাতত্বে যাই বোঝানো হোক না কেন। তাই ২০০৮এ সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেও ভারত মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কর্পোরেটতন্ত্র বা ভারত সরকার একে নিজেদের অর্থনীতির জয় বললেও আসলে, ৮০ শতাংশ মানুষ এখনও তথাকথিত উন্নয়নের জালের বাইরে অবস্থান করছেন। তারাই ভারত চালান। এখনও ভাল বৃষ্টি হলে ভারতের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

৯। বড় পুঁজি যে মানুষদের দেশ চালাতে দিয়েছেন, তাঁরা জানেন আমাদের অবদান। এরা জানেন আমাদের ক্ষমতা। তাই যতটা আমাদের অবদান ন্যুন করে দেখানো যায় ততটাই এদের মঙ্গল। আমাদের ক্ষমতার কাছাকাছি জুড়ে নেওয়া গেলে এদের সরকারে স্থায়িত্ব বাড়ে। সরকার, কর্পোরেটতন্ত্র মিলে এদের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জড়িয়ে নিতে চাইছে। সেই জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় এদের যুক্ত করার উদ্যম। শুধু ব্যাঙ্ক ব্যাবস্থাই নয়, নানান সামাজিক, প্রাকৃতিক সম্পদ আমরাই হাজার হাজার বছর ধরে পাহারা দিচ্ছি। আমাদের ক্ষমতায় জুড়ে নেওয়ার মানে এক বিশাল পরিমানের সম্পদের ওপর সরকার, বকলমে বড় পুঁজির অধিকার জন্মান।

১০। একটি উদাহরণ। ব্যাঙ্কে পুঁজি কম পড়েছে। এমনকি সরকারি নিয়ন্ত্রনে ব্যাঙ্কগুলোতেও। খোলা বাজারের দোহাই দিয়ে সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বড় পুঁজির আগ্রাসনের সামনে। অথচ সরকার আমাদের থেকে কম কর নেয় না। পুঁজির জন্য ব্যাঙ্ক হন্যে হয়ে ঘুরছে। আজ গ্রামের উৎপাদক, শহরের আনপ্রোটেক্টেড মানুষদের অর্থের দিকে নজর পড়েছে। তাদের অর্থ দিয়ে কর্পোরেটতন্ত্রের ঘাটতি মেটাবার ভাবনা - বেলআউট করা চলছে। বিশেষ করে ২০০৮এর বিশ্বজোড়া ধ্বস নামার অভিজ্ঞতার পর বড় পুঁজিরা গর্দভের

চামড়া পরেছে। তথাকথিত সামাজিক উন্নয়নে সামিল হচ্ছে এনজিওদের টাকা পয়সা বাঁ হাতে ছুঁড়ে দিয়ে। শেয়ার বাজারের ফাটকা খেলা দেশি-বিদেশী পুঁজি-জুয়াড়িদের হাতে এই অর্থ তুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে প্রবলভাবেই। আজ কোটি কোটি চাকুরীজীবীর জমা টাকা শেয়ার বাজারের ফাটকা খেলার জন্য ব্যবহার হচ্ছে। তাদের মত সংগঠিতরা নানা কিছু করে সরকারকে নমনীয় করতে পারলেন না। দুদিন ধর্মঘট করেও সরকার তাদের হাতে চুসি কাঠি ধরিয়ে দিলেন। নিয়ন্ত্রণ জরুরি। একদিন হয়ত দেখা যাবে এদের জমা শুন্য হয়ে গিয়েছে। তবে ইতিহাস সাক্ষী সারা বিশ্বজুড়ে মধ্যবিত্তরা নয়, গ্রামীণেরাই লড়াই দিচ্ছেন। তারাই একমাত্র বিকল্প।

১১। এই মানুষদের যত না ব্যাঙ্কে যাবার প্রয়োজন, ব্যাঙ্কের এদের কাছে আসা অনেক বেশি জরুরি। কেননা এদের ব্যাঙ্কে টেনে নিতে পারলে, দিনের শেষে এদের ছোট আয়টা আসলে ব্যাঙ্কেই জমা হবে। ব্যাঙ্ক সামান্য সুদ দিয়ে, এই বিশাল পরিমান অর্থ কর্পোরেটতন্ত্র, শেয়ার বাজারকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে। যত বেশি মানুষ শহরে আসবেন তত বেশি মানুষের রোজগারের ওপর সরকার, ব্যাঙ্ক এবং কর্পোরেটতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ শুধু নয়, সেই অর্থ শেয়ার বাজারে ব্যবহারের মাধ্যমে সেই টাকাটাকে ফাটকা খেলার সুযোগ করে দিচ্ছে সরকার। আমরা কি শুধু ক্রীড়ানক হয়েই থাকব?

১২। তবুও বহু গ্রামীণ, নানান ধরনের বাধ্যবাধকতায় শহরে আসবেন, বা তাদের আসতে বাধ্য করা হবে। যারা নানান উন্নয়নের অত্যাচারে উচ্ছেদ হয়েছেন, হচ্ছেন, বা হবেন; বা যারা বিশ্ব তেতে ওঠার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে

উচ্ছেদ হচ্ছেন নিজেদের ভিটেমাটি, জীবিকা ছেড়ে; অথবা যাদের উচ্ছেদ হওয়া চোখে দেখা যায় না, যাদের গ্রামের বাজার বড় পুঁজি নীরবে কিন্তু সবলে দখল করায় তার বাপ দাদার জীবিকা থেকে নীরবে উচ্ছেদ হয়ে তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকে, রাষ্ট্রের বাঁ হাতে ছুঁড়ে দেওয়া নেগা প্রকল্পে দৈনিক কয়েকশ টাকার জন্য নিজেদের শিল্পিত অহঙ্কার হারিয়ে দিন মজুরে পরিনত হচ্ছেন, তাদের জন্য সরকার কি ভাবনাচিন্তা করছেন?

১৩। শহরে সকলেই প্রায়-উদ্বাস্তু। কিন্তু এই প্রায়-উদ্বাস্তু অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল উচ্চ-মধ্যবিত্তরা নিজেদেরকে শহরের রক্ষাকারী হিসেবে দেখে থাকেন। অন্য সবাই জবরদখলকারী। এই মধ্যবিত্তরা যারা শহরের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা এই আইনি গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের জীবনকে কি ভাবে ঢেলে সাজাবেন?

১৪। গত সত্তর বছরে প্রমাণ হয়েছে, উন্নয়ন উদ্বাস্তু, চাকরি খুঁজতে আসা ততাকথিত অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণদের জীবনের মানোন্নয়নে শহরের শাসনব্যবস্থা নিজেদের ঢেলে সাজাতে পারে নি।

১৫। শহরের উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিকদের যতটা নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছে মধ্যবিত্ত পরিচালিত শহরের শাসনব্যবস্থা, তত পরিমানে তথাকথিত নিম্নবিত্ত মানুষদের সাধারণ পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থ।

১৬। মানুষ সরকারের কাছে রোজগারের আশা করে না। তাঁরা চায় সরকার তাদের সঠিক পরিকাঠামো তৈরি করে দিক। তাঁরা তাদের উন্নয়ন করে নেবেন।

১৭। সরকার কার কাছে দায়বদ্ধ ভাবতে হবে। কর্পোরেটতন্ত্র, শেয়ার বাজার না ভারতের ১০০ কোটি মানুষ। তবেই পরিকল্পনা রূপ পাবে।

দেশিয় সংগঠন চর্চা

বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘ এবং WATAGএর বন্ধুত্ব ২০১৬য় আমরা এই রিপোর্টটি লিখেছিলাম। কিছু কাজ বাস্তবে কার্যকর করতে পেরেছি, কিছু পারি নি। কারিগরদের সংগঠন হিসেবে আমরা যেহেতু চেষ্টা করেছি হকার কারিগর চাষী সামাজিক উৎপাদন কাঠামোর তাত্ত্বিক আওতায় দাঁড়িয়ে সংগঠন পরিচালনা করায়, আমরা চেষ্টা করেছি, সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক দান থেকে যতটা পারা যায় মুখ ফিরিয়ে রাখতে। এর জন্য আমরা আমাদের সদস্যদের উৎপাদন বিক্রি করেছি; সেই উদ্বৃত্তে আমরা সংগঠনের বিস্তৃত কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের সকলের নিশ্চই মনে থাকবে, নয়া দিল্লিতে এডিবি বাইনিয়ালের প্রতিবাদে ৩০টা দেশের প্রতবাদীরা গৌতম বুদ্ধ নগরের ওয়াইএমসিএ-তে জড়ো হয়েছিলাম। সেখানে আমাদের সদস্যরা বাঙলার কারিগরির পশরা সাজিয়ে বসেছিলেন। এসেছিলেন মাধব গ্যাডগিলের দল, বিচারপতি সাচার সঙ্গে এক বিখ্যাত অন্যধারার অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতিবিদ মনে করেন নি, আমাদের এই উদ্যম আদৌ কর্পোরেটিকরণের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর চাঁছাছোলা কথায় আমরা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম বুঝে মাধব গ্যাডগিলের দল আর বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার বলেছিলেন আপনারা যে কাজটা করছেন, এটাই রাস্তা। আমাদের দেশ গড়ার অন্যতম রাস্তা আপনারা সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক, ধরেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।

উত্তররঙ্গ ২০১২ উৎসবে মহাশ্বেতা দেবীর আশীর্বাণী

এ একটি মেলার নাম। "মেলা" আমি আমার শৈশব ও বাল্যে যেমন মেলা দেখেছি, ঠিক সে রকম মেলা। এটা খুব বড় প্রাপ্তি আমার কাছে যে আমি এঁদের জানতে পারলাম। সারাজীবন তো দেশ ও মানুষকে চেনার আগ্রহেই চেষ্টা করে গেছি। কতটা সফল হয়েছি তা জানি না। যতটা আগ্রহ ছিল ততটা সামর্থ ছিল না।

"বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সংঘ" এক আদর্শ কাজ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ। তাঁরা প্রশংসনীয় ভাবে কর্মমণ্য। মে মাসের ১০ থেকে ২০ তারিখ অবধি গুরুসদয় সংগ্রহশালায় এঁদের প্রদর্শনী হবে। দেশ ও মানুষকে চিনবার এই অমূল্য সুযোগ সবাই গ্রহণ করুন এঁদের পাশে দাঁড়ান। "পরিবর্তন" শব্দটির মূর্ত রূপ দেখুন।

বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘ আর WATAG(Weavers Artisans & Traditional Artists Guild)-কে অপার বাঙালি ভালবাসায় ঘিরে থাকা বন্ধুরা, আপনাদের নেতৃত্বে চলা সঙ্ঘ আর WATAG বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে হল। বড় লেখা হবে - ধৈর্য হলে দয়া করে পড়বেন, না হলে ছেড়ে চলে যাবেন, গ্রামীনেরা সর্বংসহা, খারাপ লাগে না -

দেশি বিদেশি কর্পোরেট বা দাতা সঙ্গঠনের দান অথবা সরকারি কোন প্রকল্প ছাড়াই একসময় বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘ চলছে, WATAGও সেই পথ বেয়েই নিজের কাজে এগিয়ে চলেছে।

আজও ভাল কাপড় তাঁতে সৃজন হয় - মিলে নয়; ভাল জং ছাড়া লোহা পণ্য বানাতে ডোকরা কামারেরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী; আজও ভাল মাটির কাজ হয় হাতে চালানো চাক আর কুমোরের হাতের জাদুতে; আজও বিষমুক্ত ফসল চাষ করেন চাষী - নিজের হাতে জন্মদেন কোটি কোটি প্রাণের; জীবনদায়ী ওষুধ আজও গাছগাছালি থেকেই গ্রামের পরম্পরার ভিষগেরা তৈরি করেন; ভাল বাঁশের কাজ হাতে হয়; পাটের কাজ তাঁতপোই তাঁতেতে হয় - পাট কলে নয়; বাংলায় রয়েছে প্রচুর শ্রমশক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান আর তার বাজার আর নিজস্ব বিদ্যুৎ বিহীন প্রযুক্তি যা দিয়ে বাংলার গ্রাম, হাট আর সমাজ আজও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উৎপাদক-বিতরকেদের নিয়ে - তাই গ্রামের অর্থনীতির জোরে ২০০৮-এর বিধ্বংসী কাণ্ডের রেশ ভারতে পড়ে না - সেই বিষ-ঋণের, বড় পুঁজির মদতদার ব্যাঙ্কের দখলি অর্থনীতির জালে জড়িয়ে নেই গ্রাম ভারত - আর তার বিকেন্দ্রিত উতপাদন বিতরণ ব্যবস্থা যেন রক্তবীজের বংশধর, যারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে জানেন নিদারুণ রাষ্ট্রবিপ্লবেও, বিধ্বংসী শাসকের রুদ্রমূর্তির নিচেও

- একমাত্র দক্ষতা, ঐতিহ্য আর নিজস্ব প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীন উৎপাদক, বিক্রেতা আর বিতরকেরা বড় পুঁজির ধ্বংসকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি

- বাংলার গ্রামের ছোট পারম্পরিক উৎপাদকেরা দক্ষতা, জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং নিজেদের প্রযুক্তিতে বলবান হয়ে বড় পুঁজির বিরুদ্ধে নিজেদের কৃতকর্মের স্বাক্ষর পেশ করেছেন কয়েক হাজার বছর ধরে - আজও

- এশিয়া, ইওরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকায় তার কয়েক হাজার বছর ধরে নিজেদের উতপাদিত দ্রব্য বিক্রি করেছে ব্রিটিশপূর্ব আমলে বিশিল্পায়ন না হওয়া পর্যন্ত

- ইওরোপকে সে ভাল সুতি রেশম কাপড় পরতে শিখিয়েছে, প্রাকৃতিক নীল রঙ উপহার দিয়েছে, জং ছাড়া লোহা দিয়েছে, প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা করেছে ৭০টা শিল্প দ্রব্য আর ১০০টা কৃষি দ্রব্য

- গ্রামীনদের বহু প্রযুক্তি, উৎপাদনের উপকরণ লুপ্ত করেছে, দখল নিয়েছে ক্ষমতাবানেরা, কিন্তু রয়েও গিয়েছে বহু জ্ঞান, দক্ষতা আর প্রযুক্তি - সেটাই বাংলার সম্পদ

- অতীতে বাংলা নতুন পথ দেখিয়েছে, আগামী কয়েক দশক সে সেই পথের চলা আরো দৃঢ় করবে,

- আজ বাংলার ছোট পরম্পরার উৎপাদকেরা এক ছাতার তলায় আসতে প্রস্তুত, নিজেদের এবং আপামর গ্রামীনদের জীবন, জীবিকা, আর্থব্যবস্থা এবং উতপাদন-বিতরণএর পরিবেশ রক্ষায় তৎপর -

-সেই তৎপরতার একটা কাজ হয়েছে Weavers Artisan & Traditional Traditional Artists Guild(WATAG) বাংলায় পঞ্জীকৃত হওয়ায়

- এর কাজ অনেকটা চেম্বার অব কমার্সদের মত - কিন্তু খোলা মেলা পুঁজির মত দখলদারির নয় - পেটেন্ট বা কপিরাইটে বিশ্বাস করে না বাংলার গ্রামীনদের মত এই সংগঠন, তাই নিজেদের উতপাদন-বিতরণ-দক্ষতা-প্রযুক্তির স্বার্থরক্ষ - তার জন্য নানান উদ্যম নেওয়া

- নতুন তৈরি হওয়া গিল্ড গ্রামীন-উৎপাদক-বিক্রেতা-পরিবেশকদের সম্পূর্ণ স্বার্থরক্ষায় নানান পদক্ষেপের উদ্যোগ কিছু ফল ফলতে শুরু করেছে

- আপনাদের নিরন্তর শুভেচ্ছায় WATAG আজ মাত্র ফেব্রুয়ারিতে পঞ্জীকৃত হয়েই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে শুধু নয়, সে গুটি গুটি পায়ে হাঁটতেও পারছে।

WATAG এমন একটি সঙ্গঠন, যেটি পঞ্জীকৃত হয়েছে দিনাজপুরের একটি গাঁয়ের ঠিকানায়

- বাংলা শুধু শহর-ভিত্তিক তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক স্থল ছিল না তার ভিত্তি ছিল গ্রাম, সেটি এই পদক্ষেপে পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে

- কলকাতা আর জেলা শহরের বাইরের তাকাতে হবে, যদি বাংলার গ্রামকে

স্বনির্ভর করার স্বপ্ন দতে হয়, বাংলা-বাঙালিকে শহরের নির্ভরতরা ত্যাগ করাতে হয়

- WATAG এই মাত্র কয়েকমাসে আপনাদের তাত্ত্বিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি কাজ করেছে

ক) দক্ষিণ দিনাজপুরের যে গ্রামে সে পঞ্জীকৃত, সেই গ্রামে অন্তত ১০০০ শিল্পী এবং ৪০টা দল নিয়ে একদিনের একটি উত্তররঙ্গ ১৪২৩, দিনাজপুরের গ্রাম সংস্কৃতি উতসব আয়োজন করেছে - সেদিন তিন বেলা সেখানে খেয়েছে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ - এটা হয়েছে কোন বেসরকারি সংগঠন বা সরকারি সাহায্য ছাড়াই - শুধু মাত্র সদস্যদের চাঁদায় বিপুল এই কর্মযজ্ঞ চলেছে - এ কাজে সাঁওতাল সমাজের অংশগ্রহন ভোলার নয়

খ। সদ্য তৈরি হওয়া রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়য়ে একটি গ্রাম-প্রযুক্তি-সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পেশ করেছে, অবিলম্বে এই ডিপ্লোমা পড়াশোনার কাজটি চালু হবে - WATAGও হয়ত বাংলা জোড়া এই ধরণের একটি গ্রামকেন্দ্রিক প্রায়োগিক কিন্তু তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষা প্রকল্প রূপায়িত করতে যাচ্ছে -

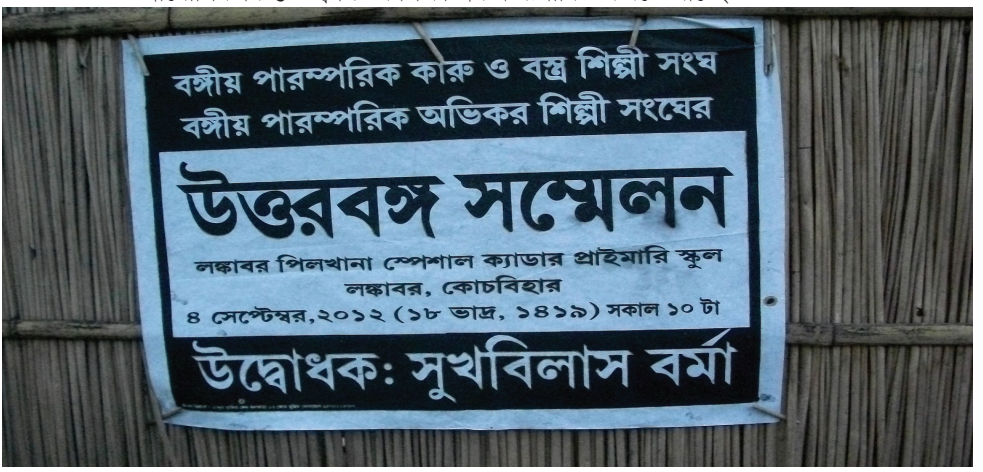

গ। সোফি-সুজয়এর উদ্যমে শ্রাবন-ভাদ্রমাসে (আগস্ট) ১৫ দিনের একটি কর্মশালা আয়োজিত হতে চলেছে কলকাতায়, যেখানে বাংলা-ইওরোপের প্রযুক্তি এবং কারিগরিকলার যৌথ সঙ্গম হবে, এবং সেই উৎপাদনগুলি ইওরোপে বাজারজাত হবে তার নিজের জোরে। একটি বাংলা-জার্মানি যৌথ কর্মীদল গঠিত হবে, যারা নিয়মিত বাজার নিরীক্ষণ করে নতুন প্রযুক্তি-শিল্পকলা মিশ্রণে নব সৃষ্টির কাজ করবে

ঘ। WATAGএর সদস্যদের জমিতে দেশি প্রথায়(দয়া করে একে বিকল্প বলবেন না, এটাই আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি, আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে এখন রাসায়নিক চাষ করি, সবাই একে জৈব বলেন আমরা বলি দেশি পদ্ধতি) ফসল উৎপাদনের কাজ শুরু গত বছর হয়েছে এবছর ব্যাপকভাবে হবে;

হচ্ছে ১। ঢেঁকি ছাঁটা চাল, ২। আমাদের নিজস্ব কিছু সুগন্ধী চাল - পাওয়া যাচ্ছে তুলাইপাঞ্জী, ৩। ওষুধরূপে ব্যবহৃত কিছু চাল, যেমন কালোভাত - যা কর্কট রোগ প্রতরোধক ইত্যাদি

ঙ। মুর্শিদাবাদে তুলো থেকে চরকায় সুতো কেটে ফুলিয়ায় প্রাকৃতিক রঙে ছুপিয়ে ঠকঠকি তাঁতে নীলাম্বরী, পীতাম্বরী, রক্তাম্বরী এবং শ্বেতাম্বরী শাড়ি এবং কাপড় তৈরি - ব্যবসায়িকভাবে এটি আমাদের তাঁতিরা করতে পারছেন, এছাড়া সুতো চাষ করছি WATAG, বাঁকুড়ার ছাতনায়, বর্ধমানের আউসগ্রামে আর নদীয়ার চাতরায়

- চাষ হচ্ছে সাদার সঙ্গে দেশি রঙ্গীন তুলোও - আগ্রহ বিটিতুলোকে দেশ ছাড়া করা - এটা চাষ করে আমরাই পারি - সেই স্পর্ধা বাংলার চাষী, চরকা কাটনি রঞ্জক আর তাঁতিরা দেখাতে পেরেছেন নিজেদের মত করে বড় পুঁজির রাঙ্গানো চোখের সামনে দাঁড়িয়ে

চ। WATAGএর নিজস্ব বিক্রয়

কেন্দ্র গত এক বছর ধরে চালু রয়েছে হাওড়ার অবনী রিভার সাইড শপিং মলে, নাম ‘পরম মাটি’ - এখানে বাংলার নিজস্ব নানান গ্রামীন উতপাদন যাকে শহুরে শিক্ষিতরা লোকশিল্প বা হস্তশিল্প বলেন, আমরা বলি গ্রাম উতপাদন, বিক্রি হচ্ছে নিয়মিত

ছ। কিছু প্রকাশনা করা হচ্ছে সদস্য সংগঠন কলাবতী মুদ্রার তরফে - সেটা কত সরাসরি বাজারে আসে তার ব্যবস্থা করা - বই প্রকাশিত হয়েছে

* দীপঙ্কর দে’র এক নীলকণ্ঠ ভারতের ইতিবৃত্ত,

* সুনীল চন্দের দিনাজপুর কথার দ্বিতীয় মঞ্জুষ,

* সোমা মুখোপাধ্যায়ের সরযূবালার ভেষজ কথা এবং মণিমালা চিত্রকরের জীবনী(সম্পূর্ণ রঙ্গিন)।

- এছাড়াও আগে প্রকাশিত হয়েছে

* তাঁতি মনোহর বসাকের নীলাম্বরীর নকশা,

* বিশ্বেন্দু নন্দ ও পার্থ পঞ্চাধ্যায়ী সম্পাদিত হকার কথা,

* আর রয়েছে সঙ্গঠনের মুখপত্র মাসিক পরম - ২৩টি সংখ্যা। - মাঝে বন্ধ ছিল আশাকরা যায় আগামী আশ্বিনে নতুনভাবে ২৪ তম থেকে প্রকাশ পাবে - প্রথা অনুযায়ী আগামী এক বছরের বিশদ প্রচ্ছদ ভাবনা - ১। বস্ত্র বয়ন - দ্বিতীয় মঞ্জুষ, ২। বাংলার মুদ্রা ৩। জেলা পরিক্রমা দুই দিনাজপুর, ৪। ছোটলোক, ৫। বাংলায় ডাচেরা, ৬। বাংলার মাটির পুতুল, ৭। প্রাকৃতিক রঙ, ৮। জেলা পরিক্রমা কোচবিহার, ৯। বাংলার অঙ্ক, ১০। পঞ্জিকা, ১১। মোগল আমলে বাংলা, ১২। বাংলায় পর্তুগিজ।

* আরও একটা দ্বিভাষিক পত্রিকা 'গ্রাম শিল্প পরম্পরা' প্রকাশিত হবে একই সঙ্গে - তার ১২ সংখ্যার বিষয় ১। দশাবতার তাস, ২। বাংলার চিত্রকলা, ৩। শোলার কলকা, ৪। শাঁখ শিল্প, ৫। বিষ্ণুপুরের দুর্গা পট, ৬। দিনাজপুরের কাঠ ও কাগজের গমীরা মুখোশ, ৭। বানাম, ৮। আলপনা, ৯। দেওয়ালি পিতুল, ১০। পট ১১। পোড়ামাটির তুলসিমঞ্চ, ১২। বাঁশের বুনন, ১৩। পাথরের কাজ(মেদিনীপুর, শুশুনিয়া), ১৪। সাঁওতাল আর শবরদের ঘাসের কাজ, ১৫। তাজিয়া, ১৬। পুরুলিয়ার ছো মুখোশ, ১৭। বাজি, ১৮। বীজের গয়না, ১৯।

পিতল-কাঁসা, ২০। রন্ধন শিল্প - প্রথম জেলা ?, ২১। নতুন গ্রামের কাঠের কাজ, ২২। বাংলার মেলা, ২৩। মোষের শিঙের কাজ, ২৪। বাংলার মাটির ঘোড়া।

জ। কাজ চলছে একটা ছাতা ওয়েবসাইট তৈরি করা, যেখানে বাংলার গ্রাম উতকর্ষ বিক্রি হবে, জানা যাবে বাংলার পরম্পরা, গ্রামীন উদ্যম, তত্ত্ব, তার

সদস্যদের নাম, কাজ জ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি

ঝ। WATAGএর বন্ধু তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে - Friends of WAT-AG. বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিন গ্রাম উৎপাদকেদের দিকে

\/ এখনও অনেক কিছু বেঁচে আছে বাংলার গ্রামে সেগুলি যেন ‘লুপ্ত’ বা ‘লুপ্তপ্রায়’ না হয়ে যায় তা আগ্রহ সহকারে দেখা,

\/ নিজেদের উদ্যোগে যারা এই ধরণের কাজ করেন তাদের WATAGএর খবর দেওয়া এবং এক ছাতার তলায় আনা

\/ http://watag.in/এর খবর ছড়িয়ে দিন, বাংলার গ্রাম পরম্পরার উদ্যম উঠে আসুক বিশ্বের দরবারে আড়াইশ বছর আগে যেমন ছিল

বন্ধুদের কাছে অনুরোধ

@ এই কাজে প্রবল সম্পদ প্রয়োজন - WATAGএর সদস্যরা মনে করে না সম্পদ মানে শুধুই অর্থ - অর্থ অবশই প্রয়োজনীয় কিন্তু একমাত্র নয়, সে বিশ্বাস র্থ ছাড়াও করে সম্পদ মানে জ্ঞান, যোগাযোগ, নেতৃত্ব আর সঠিক পথ চিন্তা

@ আপনারা অবশ্যই WATAGএর বন্ধু হোন

@ যারা বাংলার শহরের বাইরে থাকেন, বা গ্রামে পরম্পরার উদ্যমের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে, তারা তাদের অঞ্চলের পরম্পরার উতপাদিত দ্রব্য

@ WATAG সাংগঠনিক এবং ব্যক্তি সদস্য করাবার উদ্যোগী হোন, প্রথম বছর ২০০ টাকা পরের বছর ১০০ টাকা - সাংগঠনিক সদস্য হতে গেলে ন্যুনতম ২০ জনকে নিয়ে সদস্য হতে হবে

@ জেলায় জেলায় সাঙ্গঠনিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরম মাটির মত আপণ খুলতে উদ্যোগী হোন - WATAG আপনার পাশে দাঁড়াবে।

Direction : Guru Madhumangal Malakar
&
Khon, Dinajpur
Direction : Guru Ganesh Rabidas
Guest of Honour : Sri Sukhabilas Barma
Presenter : Prof. Sisir Majumdar
Venue : Jorasanko Thakur Bari
20th, 21st October 2014, 5.30 p.m.
in association with
রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র
TAGORE RESEARCH CENTRE

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় নিয়ে প্রতিমাসে কখনও একটা, কখনও একের বেশি পুথি প্রকাশ করে এই সময়কে বোঝার তাগিদে।

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

১। টডের তরবারি - ভদ্রবিত্তের ইসলামোফোবিয়া
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা
৩৪। আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা
৩৫। হিমাংশু কুমারের সঙ্গে কথোপকথন
৩৬। অনন্ত ঋণের বাখান - দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা
৩৭। SIR বিহারে ও বাংলায়
৩৮। গ্রাম্যতাই বিশ্ব বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা